ডক্টর মুন, মারভেল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ভিলেন না হলেও বাকি সব ভয়ঙ্কর ভিলেন যখন তার হয়ে কাজ করা শুরু করবে, তখন তাকে পৃথিবীর অস্তিত্বের জন্য বেশ বড় ধরনের ঝামেলাই মনে হবে। পৃথিবীকে ডক্টর মুনের ভয়ঙ্কর সব পরিকল্পনা থেকে বাঁচাতে গেমারকে কয়েক জনের ছোট একটি দল নিয়ে ডক্টর মুনের সুপার ভিলেনদের সেসব দলের সাথে লড়তে হবে। নস্যাৎ করতে হবে তাদের জটিল সব পরিকল্পনা। সবচেয়ে আনন্দের বিষয়, এই রিমিক্সের যুগে মারভেল হিরোস কমিকপ্রেমী এবং গেমারদের জন্য এনেছে একেবারে অরিজিনাল কমিক স্টোরি লাইন, যা কমিকপ্রেমীদের গেমিং এক্সপেরিয়েন্স আর গেমারদের কমিক এক্সপেরিয়েন্সকে আরও আনন্দময় করে তুলবে। গেমটি অসম্ভব সুন্দর একটি প্লট উপহার দেবে গেমারকে, যা গেমারকে তার পছন্দের হিরোর সাথে নিয়ে যাবে মারভেল কমিক জগতের অপূর্ব সব মিথলজির মধ্য দিয়ে, যেগুলোর প্রতিটির আছে ভিন্ন ভিন্ন রং, ধরন আর বিচিত্রতা। মুন ড্রাগন থেকে শুরু করে টনি স্টার্ক পর্যন্ত যাকে দরকার তাকেই পাওয়া যাবে মারভেল হিরোসে।

প্রথম হিরো অবশ্যই ফ্রি। হক আই, স্কারলেট উইচ, স্ট্রর্ম আর ডেয়ার ডেভিলের যেকোনো একজনকে নিয়ে গেমারকে তার যাত্রা শুরু করতে হবে। এদের প্রত্যেকেরই বাকি সবার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আর ভিন্নতর স্কিল সেট আর ফাইটিং টেকনিক আছে, যেগুলোর স্বকীয়তা গেমারকে মুগ্ধ করবে। হক আই একজন দূরবর্তী রেঞ্জের যোদ্ধা আর অদ্ভুত জাদুশক্তিসম্পন্ন। আর

উইচক্র্যাফটের যোদ্ধা স্কারলেট উইচ। বিভিন্ন যুদ্ধে জমা করতে থাকা পয়েন্ট পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করা যাবে বিভিন্ন আপগ্রেড কিনতে। সম্পূর্ণ নতুন পাওয়ার কিনতে বা নতুন হিরো আনলক করতেও পয়েন্টগুলো ব্যবহার করা যাবে। আর সবচেয়ে দুর্দান্ত ব্যাপার হলো হিরোদের পাওয়ার বার পুরোপুরি রিচার্জ হতে বেশ অল্প সময় লাগে। আর খুব দ্রুতই একটি থেকে আরেকটি মুভে ট্রান্সফার করা যায়, তাই মারভেলের অন্য গেমগুলোর চেয়ে ইন্টারচেঞ্জেবল অ্যাবিলিটি মারভেল হিরোসে আরও সহজ ও উপভোগ্য ভঙ্গিতে ব্যবহার করা যাবে। প্রতিমুহূর্তে গেমারকে অসংখ্য ছোট ছোট ভিলেন এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের সাথে যুদ্ধ করে এগোতে হবে। তাই গেমটি নিয়ে বসলে পানি পিপাসা না পেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

তবে একটি জিনিস আগে থেকেই বলে নেয়া ভালো– ডক্টর মুনের পেছনে ছোটার এই কাহিনীটা বেশ লম্বা। তাই অনেকক্ষণ ধরে দুষ্টদের নিধন করতে করতে ধৈর্যও হারাতে পারেন। তবে এর জন্য আছে সমাধান, আছে অসাধারণ মাল্টিপ্লেয়ার গেমিংয়ের ব্যবস্থা। দূরদূরান্তের বন্ধু, নিত্যনতুন স্ট্র্যাটেজি আর কল্পনাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার গেম নিয়ে বসে পড়ুন এখনই আর যদি একটু টাকা খরচ করতে ইচ্ছে থাকে তাহলে সহজেই পেতে পারেন মারভেলের দুর্দান্ত সব প্রিমিয়াম কমিক স্টাফ, যা আপনার কালেকশনকে করবে আরও সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

গেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : এক্সপি/ভিসতা/৭, **সিপিইউ :** কোর টু ডুয়ো/এএমডি অ্যাথলন, **র‍্যাম :** ২ গিগাবাইট উইন্ডোজ এক্সপি/৪ গিগাবাইট উইন্ডোজ ভিসতা/৭, **ভিডিও কার্ড :** ১ গিগাবাইট, **হার্ডডিস্ক :** ১০ গিগাবাইট, সাউন্ড কার্ড, কীবোর্ড ও মাউস কজ

সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর জিনিসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মোহিনী বিষয়টাকে বলে এক্স ফ্যাক্টর। আর সবচেয়ে দ্রুতগতির গেমগুলোতে এই এক্স ফ্যাক্টর হচ্ছে ছন্দ। গতির সাথে সাথে তাল মিলিয়ে সবচেয়ে সূক্ষ্ম স্ট্র্যাটেজি আর টেকনিক যে ব্যবহার করতে পারবে সেই হবে এই গতিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। আর ভেলসিটি আল্ট্রাতে গতির সাথে আছে মাল্টি ডিরেকশনাল যুদ্ধ এবং যুদ্ধাস্ত্র, যা গেমারের অভিজ্ঞতায় শিহরণ জাগাবে। সাথে আছে সবার প্রিয় টেলিপোর্টেশন সিস্টেম, যা দিয়ে নিমিষেই অতিক্রম করা যাবে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে অনতিক্রম্য দূরত্ব। আর এই ব্যাকনিক টেকনোলজি শুধু গেমারের মাল্টি ডিরেকশনাল শুটিংয়ের সাথে ভারসাম্যই রক্ষা করবে না, সাথে গেমারের গতি এবং দিকেরও সুনিপুণ স্থিতি বজায় রাখবে। প্রথম দেখাতে ভেলসিটি আল্ট্রাকে মনে হবে আর দশটা সাধারণ গেমের মতোই, যেখানে গেমারকে একের পর এক শত্রুর নানা ধরনের ফরমেশন ভেদ করে এগিয়ে যেতে হবে। যতদূর এগোন যাবে শত্রুরাও তত আগ্রাসী হয়ে উঠবে। মনে হবে টিপিক্যাল অ্যান্ড্রয়িড গেমিং ছাড়া নতুনত্ব কিছু নেই গেমটিতে। অল্প কিছু অস্ত্র নিয়ে আরমরি আর তেমনি নতুনত্বহীন শত্রু। তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে শুধু শুধু এই গেম নিয়ে কথা বলে কী লাভ! ঘটনা হলো যুগটা ফ্রি গেমিং আর র‍্যাডিকাল মুভমেন্টপূর্ণ। আর ভেলসিটি আল্ট্রার মতো ক্লাসিক গেমে ক্লাসিক্যাল আমেজের সাথে ওগুলোও বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করা যাবে। গেম স্ক্রিনে যেকোনো জায়গাতে মুভমেন্টের স্বাধীনতা

নিঃসন্দেহে অন্য যেকোনো গেম এবং তাদের ফিসিক থেকে ভেলসিটি আল্ট্রাকে আলাদা করেছে। চারদিক থেকে ছুটে আসা প্রজেক্টাইলগুলোকে কাটিয়ে বিস্ফোরণের হাত থেকে বাঁচতে গেমারকে তার নিজের অস্তিত্বের জানান গেমের বাইরে কন্ট্রোলার কিংবা কীবোর্ডে বসে নয়, বরং গেমের ভেতরেও দিতে হবে। ভাইটা, প্লে স্টেশন, এক্স বক্সের দুনিয়া জয় করে আসার পর পিসি গেমিং প্ল্যাটফর্মে গেমটির আরেকটু হলেও গেমিংকে আবার প্রাণবন্ত আর মজাদার করে তুলেছে। পঞ্চাশটি ক্যাম্পেইন মিশন, অদ্ভুত স্ট্রাকচার, কালার কোডেড আর নিউমেরিক্যাল পাজেলস, কাস্টম চেক পয়েন্ট সব মিলিয়ে গেমটির মধ্যে কোনোকিছুর অভাব থাকলেও সেটা বুঝে ওঠা কষ্ট হবে।

সবচেয়ে মজাদার হচ্ছে সারভাইভাল পড়ে ভেসে বেড়ানো। প্রতিটি লেভেলে সবগুলো সারভাইভাল পড জোগাড় করা, প্রতি ওয়েভের সবগুলো শত্রু দমন করা। গেমের স্পিড যতখানি বাড়বে, তার সাথে সাথে আরও বাড়বে উত্তেজনা। আর তার সাথে সাথে যখন পাজেলগুলোও জটিল হতে শুরু করবে, তখন দেখা যাবে বুদ্ধির দৌড় কতটুকু, যাতে গেমারকে দক্ষতার শেষ মাত্রার পরীক্ষা দিতে হবে। তাই গেমাররা নিজেদের গেমিং স্কিলগুলো সহজ আর আনন্দময় ভ্রমণের সাথে সাথে দ্রুত ঝালাই করে নিতে ভেলসিটি আল্ট্রা নিয়ে বসে পড়ুন এখনই।

গেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : এক্সপি/ভিসসা/৭, **সিপিইউ :** কোর টু ডুয়ো/এএমডি অ্যাথলন, **র‍্যাম :** ১ গিগাবাইট উইন্ডোজ এক্সপি/২গিগাবাইট উইন্ডোজ ভিসতা/৭, **ভিডিও কার্ড :** ৫১২ মেগাবাইট, **হার্ড ডিস্ক :** ১ গিগাবাইট, সাউন্ড কার্ড, কীবোর্ড ও মাউস কজ